LGfL DigiSafe®

BENGALI TRANSLATION of the Department for Education statutory guidance for schools and colleges:

Keeping children safe in education 2021

Annex A: Safeguarding information for school and college staff

“The following is a condensed version of Part one of Keeping children safe in education. It can be provided (instead of Part one) to those staff who do not directly work with children, if the governing body or proprietor think it will provide a better basis for those staff to promote the welfare of and safeguard children.”

Find KCSIE Part 1 and Annex A translated into 12 community languages at kcsietranslate.lgfl.net

Department for Education

শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুদের সুরক্ষিত রাখা 2021

পরিশিষ্ট A: স্কুল এবং কলেজ কর্মীদের জন্য সুরক্ষা সংক্রান্ত তথ্য

"এটি শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুদের সুরক্ষিত রাখার প্রথম ভাগের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। যেসব কর্মী সরাসরি শিশুদের সঙ্গে কাজ করেন না, তাদের জন্য (প্রথম ভাগের পরিবর্তে) এটি দেওয়া যেতে পারে, যদি প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ এবং স্বত্বাধিকারী মনে করেন যে এটি সেসব কর্মীদের শিশুদের কল্যাণ ও সুরক্ষায় আরও ভাল ভীত প্রদান করবে।”

স্কুল এবং কলেজের কর্মীদের ভূমিকা

1. শিশুদের কল্যাণ রক্ষা ও প্রসার করা **প্রত্যেকেরই** দায়িত্ব। **প্রত্যেকে** যারা শিশুর সংস্পর্শে আসেন, তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

2. স্কুল এবং কলেজের কর্মীরা যেহেতু শীঘ্র উদ্বেগ শনাক্ত করতে পারেন, শিশুদের জন্য সহায়তা প্রদান, শিশুদের কল্যাণের প্রচার এবং উদ্বেগ যাতে না বাড়ে তার ব্যবস্থা নিতে পারেন সেহেতু তাদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সমস্ত কর্মীদের বোঝা দরকার (যারা শিশুদের সঙ্গে কাজ করেন না তারা সমেত) শিশুদের রক্ষায় তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।"

স্কুল এবং কলেজের কর্মীদের যা জানা দরকার

3. সুরক্ষার উদ্দেশ্যে, 18 বছরের কম বয়সী যে কেউ শিশু। শিশুদের কল্যাণ রক্ষা ও প্রসার করার এই নির্দেশিকার উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে:

- দুর্ব্যবহার হতে শিশুদের রক্ষা;
- শিশুদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য বা বিকাশের প্রতিবন্ধকতা প্রতিরোধ;
- নিরাপদ ও কার্যকরী পরিচর্যার বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিস্থিতিতে শিশুদের বড় হয়ে ওঠা নিশ্চিত করা; এবং
- সেরা ফলাফল পেতে সমস্ত শিশুদের সক্ষম করার পদক্ষেপ গ্রহণ।

সব কর্মীদের এইগুলি করা উচিত:

- তাদের স্কুল বা কলেজের মধ্যে যে সিস্টেমগুলি সুরক্ষা ব্যবস্থায় সহায়তা করার জন্য আছে সে সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত এবং কর্মীদের ভর্তির সময় তাদের এগুলি বুঝিয়ে দেওয়া উচিত। কর্মীদের ভর্তি করার সময় অন্তত পক্ষে এই পরিশিষ্ট এবং শিশু সুরক্ষানীতির বিষয়ে জানানো উচিত।
- নিয়মিত আপডেট করা, যথাযথ সুরক্ষাব্যবস্থা এবং শিশু সুরক্ষার প্রশিক্ষণ (অনলাইন নিরাপত্তা সহ) পাওয়া উচিত। তাছাড়া, সমস্ত কর্মীদের কার্যকরীভাবে শিশুদের সুরক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং জ্ঞান প্রদানের জন্য, প্রয়োজন মত এবং অন্তত প্রতি বছর, সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং শিশু সুরক্ষার আপডেট (অনলাইন নিরাপত্তা সহ) (উদাহরণস্বরূপ, ইমেইল, ই-বুলেটিন এবং কর্মীদের মিটিং) পাওয়া উচিত।
- মনোনীত সুরক্ষাপ্রধানের (এবং যে কোন ডেপুটির) পরিচয় এবং তাদের সাথে কীভাবে যোগাযোগ করবেন জানা উচিত।
- কোনও শিশু তার সাথে লাঞ্ছনা বা অবহেলা করা হচ্ছে বলে জানালে তারা কি করবেন তা জানা উচিত। এও বোঝা উচিত যে শিশুকে এমন প্রতিশ্রুতি দেওয়া উচিত নয় যে তিনি কাউকে লাঞ্ছনার কথা বলবেন না, কারণ তা সম্ভবত ঐ শিশুর সেরা স্বার্থে হবে না, এবং
- সমস্ত ভুক্তভোগীদের আশ্বস্ত করতে পারা উচিত যে তাদের কথায় গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে এবং তাদের সমর্থন করা এবং নিরাপদ রাখা হবে। ভুক্তভোগীকে কখনই এমন ধারণা দেওয়া উচিত নয় যে তারা লাঞ্ছনা, যৌন হিংসা বা যৌন হেনস্থার কথা রিপোর্ট করে কোনও সমস্যা তৈরি করছে আর রিপোর্ট করার জন্য কোনও ভুক্তভোগীকে কখনোই লজ্জিত করা উচিত নয়।

Find this document and other translations of Part 1 and Annex A of
Keeping Children Safe in Education In 12 community languages at kcsietranslate.lgfl.net

স্কুল এবং কলেজের কর্মীদের কিসের সন্ধান করা উচিত

লাঞ্ছনা এবং অবহেলা

4. লাঞ্ছনা এবং অবহেলার শুরুতেই শনাক্তকরণের জন্য যে বিষয়ে নজর রাখতে হবে তা জানা অতি গুরুত্বপূর্ণ। **সমস্ত** কর্মীদের হেনস্থা সমেত লাঞ্ছনা এবং অবহেলার আভাস সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত যাতে তারা সাহায্যের বা সুরক্ষার প্রয়োজন এমন শিশুদের শনাক্ত করতে সক্ষম হন।

5. কর্মীরা নিশ্চিত হতে না পারলে, তাদের সবসময় মনোনীত সুরক্ষাপ্রধানের (বা ডেপুটির) সাথে কথা বলা উচিত।

লাঞ্ছনা এবং অবহেলার প্রকারভেদ

6. **লাঞ্ছনা:** শিশুর প্রতি এক প্রকার দুর্ব্যবহার। কেউ শিশুর ক্ষতি করে বা ক্ষতি প্রতিরোধ না করার মাধ্যমে তাকে লাঞ্ছনা বা উপেক্ষা করতে পারে। শিশুরা অন্যান্য শিশু বা প্রাপ্তবয়স্কদের দ্বারা, তাদের পরিবারে বা প্রাতিষ্ঠানিক বা সম্প্রদায়ের কোন ক্ষেত্রে তাদের পরিচিত, বা বিরল ক্ষেত্রে, অপরিচিতদের দ্বারা লাঞ্ছিত হতে পারে।

7. **শারীরিক লাঞ্ছনা:** অপব্যবহারের এমন এক রূপ যা মারা, ঝাঁকানো, আছাড় মারা, বিষ খাওয়ানো, পোড়ানো বা জ্বালানো, ডোবানো, শ্বাসরোধ করা বা অন্য ভাবে শিশুর শারীরিক ক্ষতি করে।

8. **মানসিক লাঞ্ছনা:** শিশুর প্রতি অনবরত আবেগজনিত দুর্ব্যবহার করা যার ফলে তার আবেগজনিত বিকাশে গুরুতর এবং প্রতিকূল প্রভাব পড়ে। এর মধ্যে শিশুকে অকর্মণ্য বোধ করানো বা ভালবাসা থেকে বঞ্চিত করা, অপর্যাপ্ত বোধ করানো, বা শুধু যতক্ষণ অন্যের প্রয়োজন মেটায় ততক্ষণই তাদের মূল্য আছে তাদের এমন ধারণা দেওয়া থাকতে পারে। কিছু স্তরের মানসিক লাঞ্ছনা শিশুদের সবরকম দুর্ব্যবহারেই জড়িয়ে থাকে, যদিও তা পৃথকভাবেও হতে পারে।

9. **যৌন লাঞ্ছনা:** যৌন কার্যকলাপে অংশ নেওয়ার জন্য শিশু বা অল্পবয়সী কাউকে জোর বা প্রলুব্ধ করা, এটা খুব একটা হিংস্র ব্যবহার নাও হতে পারে, শিশু কি ঘটছে তা বুঝুক আর নাই বুঝুক সেসব নির্বিশেষে এমন করা হয়। এইসব কাজের মধ্যে কোন কিছু ভিতরে ঢুকিয়ে নির্যাতনের (উদাহরণস্বরূপ, ধর্ষণ বা মৌখিক যৌনসঙ্গম) মত শারীরিক সংস্পর্শ বা হস্তমৈথুন, চুম্বন, ঘষা এবং কাপড়ের বাইরে স্পর্শ করার মতো কিছু না ঢোকানোর মত কাজও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। সেগুলির মধ্যে স্পর্শ শূন্য কাজ, যেমন শিশুদের যৌন ছবি বা যৌন কার্যকলাপ দেখানো বা ঐসব কাজে জড়িত করা, শিশুদের অনাকাঙ্ক্ষিত যৌনাচরণে উৎসাহিত করা, বা লাঞ্ছনার প্রস্তুতি হিসেবে কোন শিশুকে শেখানোও থাকতে পারে। যৌন লাঞ্ছনা অনলাইনেও হতে পারে, এবং অফলাইনে লাঞ্ছনা করতে প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে। যৌন নির্যাতন শুধু প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষরা করে তা নয়। মহিলারাও যৌন লাঞ্ছনাকারী হতে পারে, আর অন্য শিশুরাও হতে পারে। শিক্ষাজগতে অন্য শিশুদের দ্বারা শিশুদের যৌন নির্যাতনও একটি নির্দিষ্ট সুরক্ষা সমস্যার মধ্যে পড়ে (সমবয়সী দ্বারা লাঞ্ছনাও বলে) এবং **সমস্ত** কর্মীদের এ সম্পর্কে আর তাদের স্কুল বা কলেজের নীতি এবং এটি মোকাবিলার পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত।

10. **অবহেলা:** শিশুর মৌলিক শারীরিক এবং/অথবা মানসিক চাহিদা পূরণে অবিরাম ব্যর্থতা,যার কারণে সাধারণত শিশুর স্বাস্থ্য বা বিকাশের গুরুতর ক্ষতি হয়। মা-বাবা বা পরিচর্যাকারীর পর্যাপ্ত খাবার, পোশাক এবং আশ্রয় (বাড়ি থেকে বের করে বা তাড়িয়ে দেওয়া সমেত) দিেওয়া;

Find this document and other translations of Part 1 and Annex A of
Keeping Children Safe in Education In 12 community languages at kcsietranslate.lgfl.net

শারীরিক ও আবেগগত ক্ষতি বা বিপদ থেকে শিশুর রক্ষা করা; যথাযথ তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করা (অপর্যাপ্ত পরিচর্যাকারী রাখা সমেত); অথবা উপযুক্ত চিকিৎসা সেবা বা চিকিৎসা নিশ্চিত করায় ব্যর্থ হওয়ার কারণে শিশু অবহেলিত হতে পারে। এর মধ্যে কোন শিশুর মৌলিক আবেগজনিত চাহিদার অবহেলা করা, বা পরোয়া না করাও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

11. সকল কর্মীদেরই সচেতন থাকা উচিত যে শিশুর যৌন এবং শিশুর অপরাধমূলক শোষণ শিশু নির্যাতনের আওতাভুক্ত।

সুরক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা

12. সমস্ত কর্মীদের এমন সুরক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত যেখানে শিশুদের ক্ষতির ঝুঁকি থাকতে পারে। মাদক গ্রহণ, অ্যালকোহলের অপব্যবহার, ইচ্ছাকৃতভাবে শিক্ষায় ফাঁকি, গুরুতর হিংসা (মাদক পাচারের অপরাধ দলের সাথে যুক্ত), উগ্রবাদ এবং নগ্ন বা অর্ধনগ্ন ছবি এবং/অথবা ভিডিও[1] সম্মতি এবং বিনা সম্মতিতে ভাগ করার মত বিষয়ের সাথে যুক্ত আচরণ (তরুণদের নির্মিত যৌনচিত্রও বলে) শিশুদের বিপদে ফেলে।

সমবয়সী দ্বারা লাঞ্ছনা

13. সকল কর্মচারীদের সচেতন থাকা উচিত যে শিশুরাও অপর শিশুদের লাঞ্ছিত করতে পারে (এটিকে প্রায়ই সমবয়সী দ্বারা লাঞ্ছনা বলা হয়)। এটি স্কুল/কলেজের পরিধিমধ্যে বা বাইরে এবং অনলাইনে উভয় ক্ষেত্রেই ঘটতে পারে। সমবয়সীরা একে অন্যের প্রতি লাঞ্ছনাসূচক কিছু করলে সমস্থ কর্মীদের তার আভাস এবং লক্ষণ চিনতে হবে এবং কীভাবে চিনবেন আর কেউ রিপোর্ট করলে কি করণীয় তাও জেনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ।

14. সমস্ত কর্মীদের সমবয়সীদের লাঞ্ছনার বিষয়ে স্কুল বা কলেজের নীতি এবং পদ্ধতির ব্যাপারে স্পষ্ট জেনে রাখা দরকার । সমবয়সীদের একে অন্যের প্রতি লাঞ্ছনাসূচক কিছু করার মধ্যে এগুলি অন্তর্ভুক্ত তবে এর মধ্যে সীমিত নয়:

- শাসানি (যার মধ্যে সাইবার শাসানি, পক্ষপাতদুষ্ট এবং বৈষম্যমূলক শাসানিও রয়েছে);
- সমবয়সীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সম্পর্কের অপব্যবহার;
- শারীরিক লাঞ্ছনার মধ্যে মারা, লাথি মারা, ঝাঁকানো, কামড়ানো, চুল টানা, বা অন্যভাবে শারীরিক ক্ষতি করা অন্তর্ভুক্ত;
- যৌন হিংস্রতা, যেমন ধর্ষণ, ভেদনের মাধ্যমে অত্যাচার এবং যৌন নিগ্রহ;
- যৌন হয়রানি, যেমন যৌন মন্তব্য, টিপ্পনী, কৌতুক এবং অনলাইন যৌন হয়রানি;
- সম্মতি ছাড়া নগ্ন এবং অর্ধনগ্ন ছবি এবং/অথবা ভিডিও ভাগ করা;

[1] সম্মতি নিয়ে ছবি ভাগ করলে, বিশেষত তা একই বয়সের বড় শিশুদের মধ্যে হলে ভিন্ন প্রতিক্রিয়ার প্রয়োজন হতে পারে। এটি লাঞ্ছনা নাও হতে পারে- কিন্তু শিশুদের জেনে রাখা দরকার যে তা অবৈধ- আর সম্মতি না থাকলে তা অবৈধ এবং লাঞ্ছনাকর। UKCIS নগ্ন এবং অর্ধনগ্ন ছবি এবং ভিডিও ভাগ করার বিষয়ে বিশদে পরামর্শ দেয়।

Find this document and other translations of Part 1 and Annex A of
Keeping Children Safe in Education In 12 community languages at kcsietranslate.lgfl.net

- সম্মতি ছাড়া কাউকে যৌন কাজে লিপ্ত করা, যেমন কাপড় খুলতে বাধ্য করা, নিজেদের যৌন স্পর্শ করা বা তৃতীয় পক্ষের সাথে যৌন কাজে লিপ্ত হওয়া;
- আপস্কার্টিং, যার মধ্যে সাধারণত জননেন্দ্রিয় বা নিতম্ব দেখার উদ্দেশ্যে, যৌন পরিতৃপ্তি লাভ করতে অথবা ভুক্তভোগী ব্যক্তিকে অপমানিত করা, মর্মপীড়া দেওয়া বা ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কারও পোশাকের তলা দিয়ে তার অজান্তে ছবি তোলা অন্তর্ভুক্ত;
- ইনিশিয়েশন/হেজিং টাইপের হিংসা এবং আচারবিধি (এতে হয়রানি, হেনস্থা বা অবমাননামূলক কোনও কিছু জড়িত থাকতে পারে যা কোনও ব্যক্তিকে কোনও দলে টানার উপায় হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং এতে অনলাইনের কিছু অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

কোনও শিশুর সম্পর্কে উদ্বেগ থাকলে স্কুল এবং কলেজের কর্মীদের কি করা উচিত

15. সুরক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে শিশুদের সাথে কাজ করছেন এমন কর্মীকে **'এখানে তেমন ঘটতে পারে'** এমন মনে করা উচিত। শিশুর কল্যাণের বিষয়ে উদ্বিগ্ন হলে, কর্মীদের সবসময় শিশুদের **সেরা স্বার্থে** কাজ করা উচিত।

16. কর্মীর মনে করা উচিত না যে অন্য কোনও সহকর্মী বা অন্য পেশাদার পদক্ষেপ নেবেন এবং শিশুটিকে সুরক্ষিত রাখতে যে তথ্য গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে সেসব জানানো উচিত।

17. কোনও শিশুর কল্যাণ সম্পর্কে কর্মীদের **কোনও উদ্বেগ** থাকলে তাদের অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। তাদের স্কুল বা কলেজের শিশু সুরক্ষা নীতি অনুসরণ করা উচিত এবং মনোনীত সুরক্ষাপ্রধানের (বা ডেপুটির) সাথে কথা বলা উচিত। মনোনীত সুরক্ষাপ্রধানের অনুপস্থিতিতে কর্মীদের স্কুলের একজন সদস্যকে বা ঊর্ধ্বতন দলীয় নেতৃত্বকে জানানো উচিত।

18. মনোনীত সুরক্ষাপ্রধান (বা ডেপুটি) সাধারণত পরবর্তী নেবেন, যার মধ্যে রয়েছে স্কুল বা কলেজে অন্য, যদি কেউ থাকে, যাকে জানানো উচিত এবং শিশুদের সোশাল কেয়ার এবং/অথবা পুলিশকে জানানো উচিত কিনা। কিছু ক্ষেত্রে কর্মীরা শিশুদের সোশ্যাল কেয়ারের মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় সহায়তা করবে বলে আশা করা হয়। তেমন হলে, মনোনীত সুরক্ষাপ্রধান (বা ডেপুটি) তাদেরকে সহায়তা করবেন।

এসব কেন গুরুত্বপূর্ণ?

19. ঝুঁকি সামলাতে এবং সমস্যাগুলি যাতে না বাড়ে সেজন্য শিশুদের সঠিক সময়ে সঠিক সাহায্য পাওয়া গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণা এবং গুরুতর কেসের পর্যালোচনায় বারবার কার্যকর এবং অবিলম্বে পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হাওয়ার বিপদ দেখা গেছে। লাঞ্ছনা এবং অবহেলার প্রারম্ভিক লক্ষণ বুঝতে ব্যর্থ হওয়া খারাপ অভ্যাসের উদাহরণ।

অন্য কোনও কর্মী সদস্য দ্বারা শিশুদের ক্ষতি সাধনোর উদ্বেগ থাকলে স্কুল ও কলেজের সুরক্ষা কর্মীদের কী করা উচিত

20. কর্মীদের অন্য সদস্যকর্মীদের (স্বেচ্ছাসেবক, সরবরাহ কর্মী, ব্যবসায়ী এবং আগন্তুক সহ) ফলে সুরক্ষা বিষয়ে কোনও চিন্তা থাকলে, তাদের প্রধান শিক্ষক অথবা স্কুল বা কলেজের ঊর্ধ্বতন দলীয় নেতৃত্বের অন্য কোনও সদস্যের সাথে কথা বলা উচিত।

Find this document and other translations of Part 1 and Annex A of
Keeping Children Safe in Education In 12 community languages at kcsietranslate.lgfl.net

স্কুলে বা কলেজের মধ্যে সুরক্ষা ব্যবস্থার বিষয়ে উদ্বেগ থাকলে স্কুল বা কলেজের কর্মীদের কি করা উচিত

21. সমস্ত কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের খারাপ বা অনিরাপদ যে কোনও বিষয়ে এবং স্কুল বা কলেজের সুরক্ষায় সম্ভাব্য ব্যর্থতার বিষয়ে উদ্বেগ জানাতে পারা উচিত এবং এও জেনে রাখা উচিত যে এই ধরনের উদ্বেগগুলি ঊর্ধ্বতন দলীয় নেতৃত্ব গুরুত্ব সহকারে দেখবেন।

22. এই উদ্বেগগুলি স্কুল বা কলেজের ঊর্ধ্বতন দলীয় নেতৃত্বকে জানানোর জন্য যথাযথ হুইসেলব্লোয়িঙ পদ্ধতি থাকা উচিত। যেখানে কর্মী তার নিয়োগকর্তার কাছে কোন সমস্যা জানাতে দ্বিধা বোধ করেন অথবা মনে করেন যে তাদের প্রকৃত উদ্বেগগুলির সমাধান করা হচ্ছে না, সেখানে তাদের কাছে NSPCC whistleblowing advice line (হুইসেলব্লোয়িং পরামর্শের লাইন) খোলা আছে। কর্মীরা 0800028 0285 নম্বরে সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল 8:00 থেকে রাত 8.00 পর্যন্ত কল করতে পারেন এবং ইমেলও করতে পারেন: help@nspcc.org.uk. এছাড়া, কর্মীরা এখানেও লিখতে পারেন: ন্যাশনাল সোসাইটি ফর দ্য প্রিভেনশন অফ ক্রুয়েল্টি টু চিলড্রেন (NSPCC), ওয়েস্টন হাউস, 42 কার্টেন রোড, লন্ডন EC2A 3NH.

Find this document and other translations of Part 1 and Annex A of
Keeping Children Safe in Education In 12 community languages at kcsietranslate.lgfl.net